নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ই বৈশাখ ১৪০৩/ ২৬শে এপ্রিল ১৯৯৬

এস. আর. ও নং ৬০-আইন/৯৬।- The represintation of the People Order, 1972 (P.O No. 155 of 1972)-এর Article 91B-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা (Code of Conduct) প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।- এই বিধিমালা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালঅ, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আচরণ বিধিমালায়,-

(ক) "নির্বাচন পূর্ব সময়" বলিতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে;

(খ) "প্রার্থী বলিতে কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(গ) "রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভূক্ত, যে অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্রসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসংগতে পৃথক কোন অধিসঙ্গ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন।

৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।- সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা যাইবে। তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোন প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাইবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাইবে না।

৪। **ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহার**।- সরকারী ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউজ ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল দল ও প্রার্থীকে সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে। তাবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারী ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। **নির্বাচনী প্রচারণা**।-(১) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকিবে। কোন প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার বেশ পূর্বেই তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পূলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আই-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কোন সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জনসভা করা যাইবে না।

(৫) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৬) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর [1][নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও] কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তাহাদের পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারী বর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্রবহার বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোষ্টর, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না।

(৮) কোন সড়ক বিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়ম্বর হইবে। নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না।

(৯) সরকারী ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস, সার্কিট হাউস ও কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(১০) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোষ্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই [2][২৩″×১৮″ -এর অধিক ইতে পারিবে না।

[3][(১০ক) নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যবহৃতব্য প্রোট্রেইট-এর আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩″×১৮″ এর অধিক হইতে পারিবে না। পোস্টারে দলীয় প্রতীক, দলের প্রধান এবং প্রতিদ্বন্দ্বি ছবি ছাড়া অন্য কোন নেতা, মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তির ছবি অথবা অন্য কোন ছবি থাকিবে না।

(১০খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরনির্বাচনী প্রতিকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় কোনক্রমেই ৫ মিটারের অধিক হইতে পরিবে না।]

(১১) কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একই সাথে তিনটি মাইকের বেশী ব্রবহার করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২ ঘটিকা হইতে রাত ৮ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(১২) নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করা যাইবে না।

---

[1] এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০০১, ২০ আগষ্ট ইং/ ভাদ্র, ১৪০৮ বাং দ্বারা সংযোজিত
[2] এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০০১, ২০ আগষ্ট ইং/ ভাদ্র, ১৪০৮ বাং দ্বারা সংযোজিত
[3] এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০০১, ২০ আগষ্ট ইং/ ভাদ্র, ১৪০৮ বাং দ্বারা সংযোজিত

(১৩) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন নিষিদ্ধ।

(১৪) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালানো এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাইবে না। কোন সরকারী কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কোন নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(১৫) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, [৪][বাস,নৌ-যান, ট্রেন কিম্বা] অন্র কোন যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না।

[৫][(১৫ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তাহাদের পক্ষে কেহ নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করিতে পরিবেন না।”]

(১৬) শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল ভোটগ্রহণ এবং কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা করিতে হইবে।

(১৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিংবা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

(১৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী খরচের ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিরবেন না।

৬। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা**।- অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাইবেনা।

৭। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার**।- ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোবাফেরা করিতে পারিবে না। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

৮। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম**।- এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসাবেগণষ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া ইলেকটোরাল ইনকুয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশনের বরাবরে আর্জি পেশ করিতে পারিবেন। নির্বাচন কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন ইলেকটোরাল ইকুয়ারি কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে ইলেকটোরাল ইনকুয়ারি কমিটি The Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972 -এর - Article 91A- এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

নির্বাচনের আদেশক্রমে,

মুহাম্মদ ফয়জুর রাজ্জাক
সচিব

[৪] এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০০১, ২০ আগষ্ট ইং/ ভাদ্র, ১৪০৮ বাং দ্বারা সংযোজিত
[৫] এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০০১, ২০ আগষ্ট ইং/ ভাদ্র, ১৪০৮ বাং দ্বারা সংযোজিত